শিকারী
যুথিকা বড়ুয়া

(দুই)

পেরিয়ে গেল ক'য়েক পক্ষকাল। এলো খ্রীষ্টমাস্। বড়দিন। ইংরেজী নতুন বছর। দৈনন্দিন জীবনের আনুষঙ্গীক দূরবস্থাকে উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান প্রতিটি মানুষ। প্রত্যেকের কেনা কাটাও চলছে পুরোদমে। ষ্টোরে পা ফেলার জায়গা নেই। কাষ্টোমারদের প্রচন্ড ভীড়। নিঃশ্বাস ফেলার সময়ই পাচ্ছিনা কেউ। ওদিকে লিলিও দু'দিন যাবৎ কাজে আসছে না। কোনো খোঁজ খরব নেই ওর। গিয়ে যে ম্যানেজারকে কিছু জিজ্ঞেস করবো, সে সাহসই হচ্ছিল না! কর্মচারীরা সবাই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ড়। হঠাৎই দেখি, উত্তপ্ত মেজাজে লোকের ভীড় ঠেলে অফিস ঘরের দিকে উর্দ্ধঃশ্বাসে হন্হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি। অপ্রত্যাশিত ওকে দেখে মুহূর্ত্যের জন্য স্ড়ম্ভিত হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। স্বাভাবিক কারণেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে। নিজের কাজ ছেড়ে ওকে ওয়াচ্ করতে লাগলাম।

ইতিপূর্বে অফিস ঘরের দরজাটা বন্ধ দেখে পিছন ফিরতেই চোখে চোখ পড়ে গেল লিলির। ওকে হাতের ইশারায় বললাম, -'ম্যানেজার সাহেব নেই, বাইরে গেছে।'

লম্বা চার-পায়ার একটা টুল ছিল সামনে, লিলি টেনে নিয়ে আমার পাশে এসে বসে পড়লো। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মনে হলো, রাগে বেলুনের মতো ফুলছে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের গরম শলাকা বের হচ্ছে। মুখখানা লাল দেখাচ্ছে ওর। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে আর বলছে, -'ম্যানেজার সাহাব কব্ বাপস্ আসবে জানো?'

মাথা নেড়ে বললাম,-'না! কিন্তু কি ব্যাপার বলোতো! চেহারার এ কি হাল হয়েছে তোমার? এতো শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন তোমাকে! কেশ বিন্যাস এলোমেলো! ড্রেস্ও চেঞ্জ করো নি! খুব জর"রী তলণ্ডাসী মনে হচ্ছে!'

গম্ভীর হয়ে লিলি বলল,-'কিঁউ হবেনা, গলত কদম জো উঠায়া ম্যায়নে! আব তো উস্কি জুরমানা ভড়নাই পড়েগী না! ইসি লিয়ে!'

কিছুটা সময় নিরবতায় কেটে গেল। আমার নির"ত্তরে লিলি বলল,-'সরি এ্যায়ার, খামোখা দুঃখ লিবেনা! কসুরবার তো ম্যায় হু না!'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, -'আগয়া ম্যানেজার সাহাব!'

দেখলাম, ভি.আই.পির মতো খট্খট্ শব্দে বুটের আঘাত করতে করতে উগ্রমেজাজে ষ্টোরে ঢুকছে ম্যানেজার এ্যন্থনি লরেন্স! লিলিকে দেখামাত্রই মুখখানা ওর বির্বণ হয়ে গেল। কটাক্ষ দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে ঢুকে পড়লো অফিস ঘরে। ওর পিছন পিছন লিলিও ঢুকে পড়লো ভিতরে। আর তার ঠিক মিনিট কুড়ি পরই যেন বিরাট একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আমরা চমকে উঠি। হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ম্যানেজার এ্যন্থনি, -'আই সেইড গেট আউট্ ফ্রম হীয়ার! আউট্!'

গলা টেনে দেখি, লিলিকে ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিলো ম্যানেজার এ্যন্থনি। লিলি দু'হাতে মুখ ঢেকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্যাঁচ্ফ্যাঁচ্ করে কাঁদছে। আচমকা সাময়িক বিভ্রান্ড়িতে অত্যন্ড় উত্তেজিত হয়ে ওঠে ম্যানেজার এ্যান্থনি। রাগান্বিত হয়ে কটাক্ষ দৃষ্টিতে এমনভাবে একপলক তাকালো, যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে লিলিকে। চোখদু'টোতে যেন তার আগুন জ্বলছে।

ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল,-'আই ডু নট ওয়ান্ট টু সি ইওর ফেইস এনি মোর, আন্ডারষ্টুড্? ননসেন্স!' বলেই বিকট শব্দে বন্ধ করে দিলো অফিস ঘরের দরজাটা।

ইতিমধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে মোমের মতো গলে নরম হয়ে গেল লিলি। ছোট্ট শিশুর মতো হিচ্‌কি তুলে কেঁদে কেঁদে বলছে,-'ব্যাহেনজী, ম্যায়তো লুট গয়ী! বরবাদ হো গয়ী! ও' শালা হাড়ামী, বদমাশ, হামার সবকুছ্ লুটে লিয়েচে!'
বলেই ওর আঙ্গুল থেকে হিরের আংটিটা খুলে অফিস ঘরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে অশণ্টীল ভাষায় গালি দিতে থাকে।

হঠাৎ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ষ্টোরের উপস্থিত কাষ্টোমার হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মাঝখানে আমিই পড়ে গেলাম মহা ফ্যাসাদে। কি করি! অগত্যা, লিলিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ষ্টোরের বাইরে। পাশেই কফি হাউজ্! বললাম, -'চলো, কফি হাউজে গিয়ে বসি।'

লিলি বলল,-'নেহি, কফি হাউজমে নেহি, ভাগ যাবে শালা! ইধারিই ব্যায়ঠো, আজ ম্যায়ভি উসে দেখ্ লুঙ্গী!'

রাতের উন্মুক্ত আকাশের নীচে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম দু'জনে। শিহরণে অনুভব্য হয়, আসন্ন শীতের মিহিন বাতাস। একটু একটু কূয়াশাও পড়ছে। লিলি ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,-'শালা, এ্যকভি নেহি মিলা, জিসকো আপনা কহে সঁকু! সব শালা ঝুট্! বিশ্বাসঘাত, ধোকেবাজ, ধান্দাবাজ! শালা বেইমান কঁহিকা!'

আমি প্রতিবাদ করলাম। -'তুমি সব পুর ষমানুষকে গালি দিচ্ছ কেন? মেয়েরাও কি সব স্বতী সাবিত্রী না কি? ছলা-কলায় তো ওরা একেবারে এক্সপার্ট! বাগে পেলে মেয়েরাও পুর ষ মানুষদের কম নাচায় না!'

গায়ে ফোসকা পড়ে গেল লিলির। মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অসন্তোষ গলায় বলল,-'ঘাঁও মে মরিচ ঢালছ! আরে এ্যায়ার, ম্যায়নে কোই গুনা নেহি কি! উসেতো স্রিফ দিলসে চাহা! প্যায়ার কিয়া! লেকিন ও' শালা হামাকে ধোকা দিবে, তা কে জানতো!'

এবার মুখ ফসকে আমিও বলে ফেললাম,-'কেন, তুমি না বলেছিলে, তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালোবাসে! সে একেবারে রাজপুত্তুর! তুলনাই হয় না! খুব আমির লোক! তুমি তার পতীব্রতা স্ত্রী! তা এমন স্বামী ছেড়ে ম্যানেজার এ্যন্থনির সাথে কেন প্রেম করতে গিয়েছিলে? দোষ তো তোমার!'

লিলি নির ত্তর। অপরাধীর মতো অব্যক্ত ভাষায় মলিন ম্রিয়মান হয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশ্চুপ হয়ে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। হঠাৎ বড় বড় চোখ পাকিয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা দেখিয়ে বলল,-'ঘোড়েকা আন্ডা! তুমকো নেহি মালুম, শালা মরদলোগ স্রিফ আপনা পিয়াস বুঝায়! অউরত জাত্‌কো খিলোনা সমঝতে হ্যায়! সব বকওয়াস হ্যায়! পেয়ার বেয়ার কুছ নেহি!'
ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,-'আরে এ্যায়ার, ছোড়ো ইন বাতোকো! আপনি দিমাক কিউ খারাপ করছ! ইয়ে সব বেকার কি বাত হ্যায়! মেরি কিসমতই হ্যায় এ্যাসি!'

বিস্মিত হয়ে বললাম, -'তা তুমি যে এসব করছ, তোমার স্বামী জানে?'

ফিক্ করে বিষন্ন হাসি হেসে ফেলল লিলি। বলল, -'কিতনি ভোলে হো তুম! অউর বুদ্ধু ভি!'

লিলির হাতে ছিল, হাজার ডলারের একটা নোট। নোটটা রোল করে মুড়াতে মুড়াতে হতাশার সুরে অভিমানী হয়ে বলল, -'পতী, কিসকি পতী? ক্যাসি পতী? সব দিখাওয়া হ্যায়! আভি তক্ মেরি সাদিই হুয়ি নেহি! লেকিন, আপনি পতীকি প্যায়ার মিলনা, কিসমত কি বাত হ্যায়! ওো তুম নেহি সমঝোগে! জানতি হো, কিতনি অভাগন হু ম্যায়! ক্যায়া শোচা থা, অউর ক্যায়া পায়া!'
বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল লিলি। গলা ভারি হয়ে আসে। তার পরক্ষণেই হৃদয়ের পূঞ্জীভূত সমস্ড় কষ্ঠ, বেদনা, মান-অভিমানগুলি তরল হয়ে ওর দু'গাল বেয়ে শ্রাবণধারায় অঝোরে ঝড়তে লাগল।

ওর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিছুই বুঝছি না। মনে মনে ভাবলাম,-বড় গভীর জলের মাছ ও'! যতোটা সোজা মনে হয়েছিল, অতোটা সোজা মেয়ে ও' নয়! জল ঘোলা করতেও জানে!

বিষন্ন হয়ে বললাম,-‘অমন করে কাঁদছ কেন? ম্যানেজারের সঙ্গে হয়েছেটা কি তোমার বলো না! খুব তো দোস্ড়ী ছিল তোমাদের! হঠাৎ কি এমন ঘটলো, বলোতো!’

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বেঞ্চিতে মাথা ঠুকে সাশ্রুনয়নে বসে থাকে লিলি। মুখ দিয়ে একটা শব্দও আর বের হয় না। আমিও নাছোড়বান্দা। প্রশ্নটা পূনারাবৃত্তি করলাম। লিলি নিরুত্তর। রাতের তারায় ভরা দূর অন্ধকার আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চাঁদের ক্ষীণ মৃদু আলোয় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় চোখদু'টো ওর চিক্‌চিক্ করে ওঠে। অথচ ভিতরে ভিতরে বুকের পাঁজরখানা ভেঙ্গে যে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, ওর মুখদর্শণে বেশ অনুমেয় হচ্ছিল। তবু মুখ ফুটে কিছুই বলছে না। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই শুকনো মুখখানা ওর আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চেয়েছিল গোপন করে রাখতে কিন্তু অবলীলায় তা আর পারল না। ধীরে ধীরে উন্মোচণ হতে লাগল ঘন রহস্যাবৃত লিলির জীবন কাহিনী।

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com